দৈনিক খবর

তারিখ 19 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

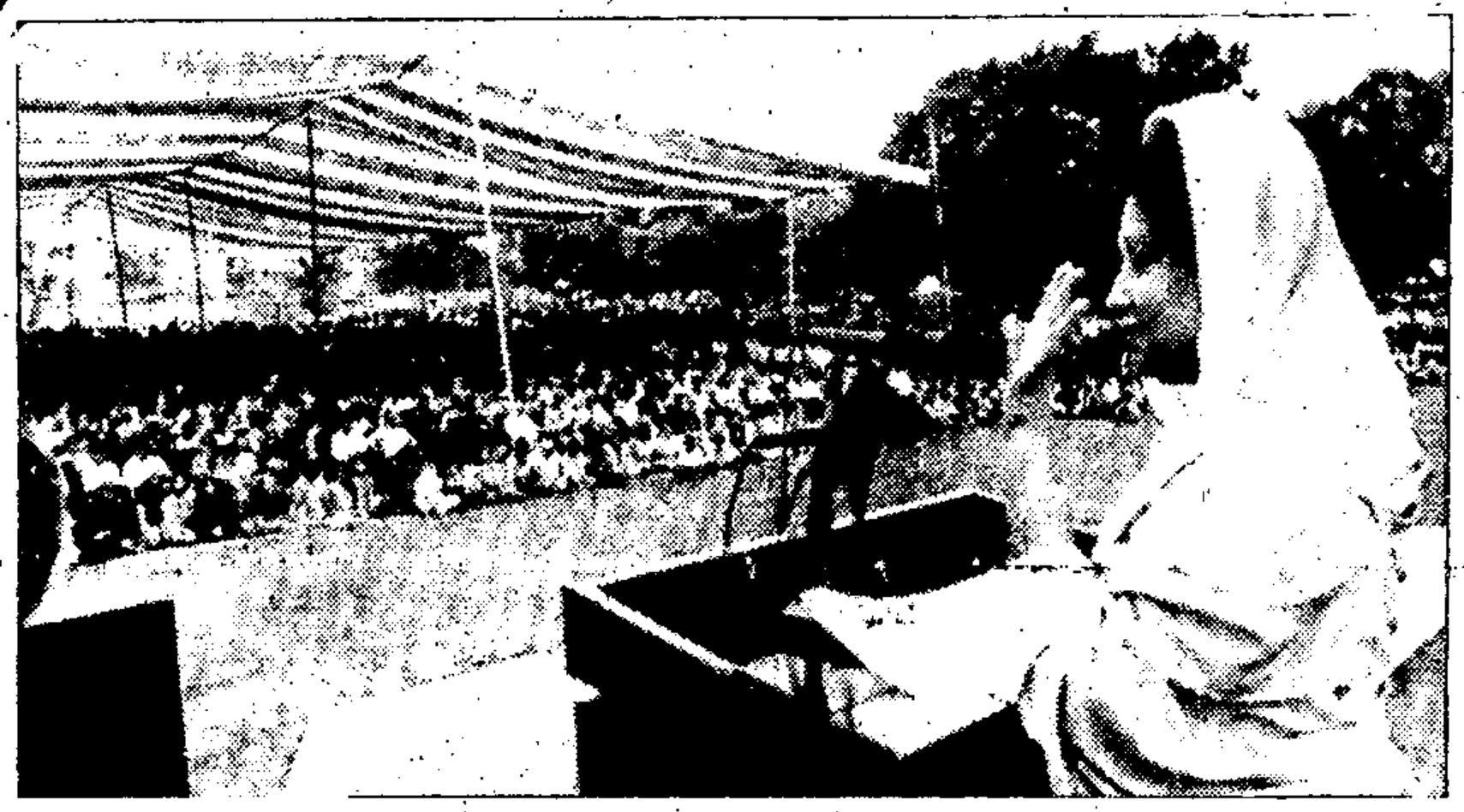

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্যের সামনে ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্মচারীদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন

পরাজিত শক্তিগুলো দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে

প্রধানমন্ত্রী

রাজশাহী থেকে বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধীদলগুলোর সমালোচনা করে বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত শক্তিগুলো এখন দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বানচালের চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

এখানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার, আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, ভূমি প্রতিমন্ত্রী কবির হোসেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর

৭-এর পাতায় দেখুন

পরাজিত শক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রহমান মিনু, আজিজুল হক এমপি, বেগম রওশন এলাহী এমপি, প্রাক্তন মন্ত্রী ইমরান আলী সরকার ও প্রফেসর শাহজাহান আলী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ ছাত্রী নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎপাদনশীলতার সাথে যুক্ত করে তাকে সমাজের কাংখিত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার সরকারী প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য শিক্ষাবিদসহ সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাই, যা হবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য উপযোগী। বেগম জিয়া বলেন, ২ হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষাকে নিশ্চিত করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাম্পাস থেকে অবশ্যই সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। শিক্ষা এবং সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে পারে না। জাতির ভবিষ্যৎকে আমরা সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হতে দিতে পারি না।

গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান তিনটি প্রেরণা বলে অভিহিত করে বেগম জিয়া বলেন, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষাকেও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে তাঁর সরকারের লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে দারিদ্র্যমোচন, টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং উন্নয়নমুখী চেতনা ও মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চালিত করতে হবে।

নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে বেগম জিয়ার প্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সফরকে কেন্দ্র করে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে প্রবেশের সময় ব্যাজ পরিহিত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানায়। মোটর শোভাযাত্রার মধ্যে একটি জীপে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রীকে দেখে রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়ানো ছাত্র-ছাত্রীরা হাত নেড়ে এবং শ্লোগান দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

বেগম জিয়া প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ ছাত্রী নিবাসের ফলক উন্মোচন করেন। সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই ছাত্রী নিবাসে প্রায় ৫শ' ছাত্রীর স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবে। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ'-এর পাদদেশে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী সমাবেশস্থলে এসে পৌঁছলে ছাত্ররা তাঁকে করতালি এবং 'খালেদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে', 'বেগম জিয়া সংসদে, আমরা আছি রাজপথে' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে অভ্যর্থিত করে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম আনিসুর রহমান এবং রাকসু ভিপি রিজভী আহমদ। আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, ভূমি প্রতিমন্ত্রী কবির হোসেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু, সাবেক মন্ত্রী ইমরান আলী সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর আজহার উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বেগম জিয়া তাঁর বক্তৃতায় উচ্চতর শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, উচ্চতর শিক্ষা উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত এবং মাথা পিছু আয় ও জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডের নজির উপস্থাপন করে বেগম জিয়া বলেন, উচ্চতর শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেই এসব দেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ ছাত্রী নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী একে অগ্রগতির পথে এক মাইলফলক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি শিক্ষার প্রসার এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে জোরদার করতে সহায়ক হবে।

বেগম জিয়া শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহাসহ মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বেগম জিয়া বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেছে, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের মানও উন্নীত করা হয়েছে। তিনি উচ্চতর শিক্ষাপীঠের মান, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহকারী জনগণের কাছে অবশ্যই সবকিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষাপীঠসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষার স্বাধীনতাকে সমর্থন করে বলেন যে, তাঁর সরকার জনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করছেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকারের একটা প্রধান নীতি হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ জন্যই বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী বিমান বন্দরে এসে অবতরণ করলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, ভূমি প্রতিমন্ত্রী কবির হোসেন এবং যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান।